সংবাদ

তারিখ .....
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ....

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন

[illegible] পর্যায়ের প্রবর্তন মানোন্নয়ন লক্ষ্যে এসএসসি [illegible] পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি [illegible] ভালোভাবে পড়তে, বুঝতে ও প্রয়োগ করতে হবে। তা [illegible] পরীক্ষায় পাসের হারও অভাবিতভাবে বাড়ছে। ২০১০ সালে প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম ২টি বিষয়-বাংলা ও ধর্মে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা হয়। ২০১১ সালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৫টি বিষয়। ২০১২ সালে গণিত ও উচ্চতর গণিত বাদে ২১টি বিষয়ে এ পদ্ধতি চালু হয়। দাখিলে ২০১১ সালে বাংলা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি শুরু হয়। ২০১২ সালে নতুন ৩টি বিষয় যুক্ত হয়েছে এবং ২০১৩ সালে আরও ৩টি যুক্ত করা হচ্ছে। এইচএসসি পরীক্ষায় ২০১২ সালে প্রথম বাংলা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০১৩ সালে যুক্ত হচ্ছে নতুন ৮টি বিষয় এবং ২০১৪ সাল থেকে উচ্চতর গণিতসহ ১৩টি বিষয় সৃজনশীল প্রশ্নের আওতায় আসবে। এসএসসি পরীক্ষায় গণিত ও উচ্চতর গণিত এবং ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উচ্চতর গণিত বিষয় যুক্ত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষা : সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ২০০৯ সালে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল থেকে অষ্টম শ্রেণী শেষে স্কুলে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও মাদ্রাসায় জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা চালু হয়। এতে সবার প্রতি সমান যত্ন নেয়া হচ্ছে এবং সকলের জন্য ক্লাস হচ্ছে। সারাদেশে শিক্ষার মান ও সমতা অর্জনের অগ্রগতি হচ্ছে। জাতীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি কমছে। শিক্ষার্থীদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। চলতি ২০১২ সালে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৯৭ দশমিক ৩৫ এবং জেএসসি ও জেডিসি'তে ৮৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। প্রতি বছরই পাসের হার বাড়ছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু

শিক্ষানীতির আলোকে শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর আগে শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি ও তাদের সুকুমারবৃত্তির অনুশীলন, অন্য শিশুর সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। ৫ বছর বা এর বেশি বয়সী শিশুরা ভর্তি হবে। ২০১৩ সালের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ শিক্ষাক্রম চালু হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯ হাজার ২০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন করে শিক্ষককে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এজন্য ৩৭ হাজার ৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ

এবার একসঙ্গে প্রায় ২৪ হাজার বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করছে সরকার। আগামী ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব বিদ্যালয় জাতীয়করণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন। এর ফলে প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষক সরকারীকরণের আওতায় আসবেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৭ হাজারের অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করেছিলেন। এরপর কোনো সরকারই প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করেনি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানা পদক্ষেপ ও প্রাথমিক শিক্ষা বিকাশে কঠোর অবস্থানের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও অনিয়ম কমেছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। গতি এসেছে মাঠ প্রশাসনের পুরো শিক্ষা কার্যক্রমে। এছাড়া দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ হাজারের অধিক জনসংখ্যা সংবলিত ১ হাজার ৫০০টি বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্পও এগিয়ে চলছে।

তথ্য প্রযুক্তি

আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষাখাতে এর প্রয়োগ ও ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়েছে। শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষার্থীর নিবন্ধন, পরীক্ষার ফরম পূরণ, ই-মেইলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রেরণ, ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এখন অনলাইনে হচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার যাবতীয় কাজ, নিয়োগ, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, পরিপত্র, সারকুলার, প্রজ্ঞাপন, বদলি, প্রমোশন, ছুটি, অবসর ভাতা ও কল্যাণ ট্রাস্ট এখন বেসরকারি শিক্ষকদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয় অনলাইনে করা যাচ্ছে।

এছাড়া সরকারি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদে উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত মাউশি অধিদফতরের সরকারি কলেজ শাখার মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে মোট ৪ হাজার ১২৪ জন কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারের ৭ হাজার ৪০৫ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ফাউন্ডেশন ট্রেনিংসহ বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের কারণে গত এক বছরে নায়েমের বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম ও দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। গত বছরে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণভাতা প্রদান কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। প্রতিষ্ঠানে ভোগান্তি, ঘুষ-দুর্নীতি, হয়রানি কমেছে। অসুস্থ, তাপক্লান্ত, মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবসর ও কল্যাণভাতা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে টাকার বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সনদ।

২